দৈনিক ইনকিলাব

তাং 7 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

দীর্ঘ ৪ বছরেও বিচার হয়নি চ.বি. ছাত্র যোবায়ের হত্যার

মদহুল কবীর ঃ দীর্ঘ ৪ বছরেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মেধাবী ছাত্র যোবায়ের হোসেন হত্যার বিচার হয়নি। খুনীচক্রের সদস্যদেরও পুলিশ গ্রেফতার করেনি। চাঞ্চল্যকর এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

সূত্র জানায়, অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র যোবায়ের হোসেন খুন হয়েছিল '৯৯ সালের ১৫ মে সন্ধ্যায়। সেদিন বেলা পৌনে দু'টায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা যোবায়েরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ব্যাংকের সামনে থেকে অপহরণ করে। তারা যোবায়েরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি বিভাগের হোস্টেলের ১০২ নং রুমে আটকে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলেও তারা তাকে উদ্ধারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। পরে সন্ধ্যায় ফরেস্ট্রি হোস্টেলের পিছনের জঙ্গলে যোবায়েরকে ব্রাশফায়ার করে খুন করা হয়। যোবায়ের হোসেন ছিলেন ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অফিস সম্পাদক। তার হত্যাকাণ্ডে শিবির নেতা মঈনউদ্দিন বাদী হয়ে ঐদিন রাতে হাটহাজারী থানায় মামলা করে। মামলায় ৪৯ জনকে আসামী করা হয়। পুলিশ দু'বছর তদন্ত শেষে ২০০১ সালে ৬ মে চার্জশীট দেয়। ৬ জন ছাত্রলীগ ক্যাডারকে চার্জশীট ভুক্ত করা হয়। তারা হলো- সাইফুল ইসলাম রায়হান, শাহাদাত হোসেন তপন, নাফিজ আলম মুন্না, নূরনবী আজমল, খান মঈনুল ইসলাম পরশ ও আক্তার হোসেন চৌধুরী জাভেদ।

দু'বছর আগে মামলার চার্জশীট দেয়া হলেও এখনও বিচার হয়নি। এ হত্যাকাণ্ডের বর্তমানে মামলাটি জেলা জজের আদালতে আছে।

চার্জশীটভুক্ত ৬ জন আসামীর কাউকে পুলিশ এখনও এ মামলায় গ্রেফতার করেনি। তবে বিভিন্ন মামলায় নূরনবী আজমল, খান মঈনুল ইসলাম পরশ ও আক্তার হোসেন চৌধুরী জাভেদকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অন্য আসামীরা পুলিশের নাকের ডগায় চলাফেরা করলেও তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যোবায়ের হত্যার চার্জশীটভুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বাদীপক্ষ চার্জশীটভুক্তদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের আবেদন জানিয়েছে বারবার। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। যোবায়ের হত্যা মামলার চার্জশীটে আরো বেশী আসামীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যে দু'বার আবেদন করেছে। এদিকে হত্যার ৪ বছর পরেও মামলার তেমন কোন অগ্রগতি না হওয়ায় মামলাটিকে দ্রুত বিচার আদালতে স্থানান্তরিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বাদীপক্ষ।

নোংরা রাজনীতির শিকার হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয়েছে অনেক ছাত্র। তবে যোবায়ের হত্যা ছিল অন্য সবগুলোর চেয়ে বেশি চাঞ্চল্যকর ও মর্মান্তিক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশের নির্লিপ্ত ভূমিকা খুনী চক্রকে প্রশ্রয় দিয়েছিল।

কক্সবাজারে ...